বাঘের পেটে মানব যায়, বাঘ বেঁচে থাকে। মানুষ বাঘের খাদ্য রূপে পরিণত হবে। এমন যুক্তিতে মানব অস্তিত্ব কি রক্ষা পায়?

ঘি মাখন ছানা উত্তম খাদ্য। ইহাতে সুস্বাস্থ্য গঠন হয়। কিন্তু যার হজমশক্তিতে বিঘ্ন ঘটে তার পক্ষে এসব খাদ্য গ্রহণ করা অনুচিত। মোট কথা (স্নেহ বা আমিষ) ভাল খাদ্য হলেই সবার জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। ইহাও উত্তম যুক্তি।

এক সঙ্গে ৮/১০ জন খেতে শুরু করলে দেখা যায় অনেকে মজা করে খাচ্ছে আবার অনেকের নিকট বেমজা মনে হচ্ছে। এ সময় কারো নিকট ভালো না লাগলেও কোন মন্তব্য না করা ভদ্রোচিত কাজ। খাদ্য দ্রব্য ভাল না বলে অন্যের রুচিতে ভাটা ধরাবেন কেন। এটাও একটা ভদ্রোচিত যুক্তি। হিন্দি প্রবাদ আছে "আপ রুচি খানা পর রুচি পহে না"– অর্থাৎ নিজের রুচিতে খেতে হয় এবং পরের রুচিতে পোষাকাদি ব্যবহার করতে হয়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় নূতন পোষাক পরিচ্ছদ গ্রহণ করলেই সমপাঠি, সমসাময়িক বন্ধু বান্ধব বিভিন্ন মন্তব্য করে থাকেন। কেউ বলে ভাল মানিয়েছে, আবার কেউ বলে মোটেই মানান সই হয় নি। আবার কেউ বলে দামে ঠকিয়েছে ইত্যাদি। যে ব্যক্তি ক্রয় করেছে অবশ্যই তার মনোমত পছন্দ হয়েছে। উপরিউক্ত মন্তব্য করে ক্রেতাকে জিনিষটির প্রতি আগ্রহ আকর্ষণ নষ্ট করে দেয়া হয়। এসব বলা ননসেন্স কাজ। এটা কি একটি সুন্দর যুক্তি নয়?

ঘুষ খেয়ে যাদের চাকুরী দেয়, তারাও ঘুষ খাবে এটাই তো বর্তমান রীতি। কিন্তু ঘুষের টাকা দিয়ে সন্তানকে যথার্থ মানুষ করা যায় না। ইহা কি যুক্তির কথা নয়।

অস্ত্রের মাধ্যমে যারা টাকা নিয়ে যায় তাদের চেয়েও বড় ডাকাত যে ব্যবসায়ী খাদ্যে ভেজাল দিয়ে বিক্রি করে এটা বাস্তব যুক্তি।

অনিবেদিত খাদ্য খেলে রোগ বালাই হবেই। অনিবেদিত খাদ্য খেলে কুসন্তান হবেই।

গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, জীব জীবেরই খাদ্য। এক প্রকার শিকারী পাখী অন্য পাখীকে ধরে খায়। বাঘ সিংহ ভল্লুক গরু, ছাগল, হরিণ, মানুষ খায়। মাছেও মাছ খায়। পশু পক্ষীরাও মাছ খায়। মানুষও মাছ মাংস খায়। তবে খাদ্য রূপে পশু বধ করলে পাপ হবে কেন?

মিথ্যা বলা মহাপাপ। কিন্তু মিথ্যা কথা বলে প্রানে বাঁচলেও কি পাপ? জীবন রক্ষা করাটি কি অন্যায় কাজ?
যে ব্যক্তি বেশী কথা বলে তাকে বাচাল বলে। যে বেশী কথা বলে সে বেশী মিথ্যা কথাও বলে। ইহা সাধারণ যুক্তি।

সামান্য ত্রুটির জন্য অনেকেই নিকটে বিয়ে করতে চায় না। কারণ জানা ক্ষুদ্র ত্রুটিকে বড় করে দেখা হয় কিন্তু দূরের পাত্রীর কত ত্রুটি থাকতে পারে তা জানা নেই বলেই ভাল পাত্রী। অনেক সময় দেখা যায় কালক্রমে দূরের পাত্রীর ত্রুটি প্রকাশ পায় বা ধরা পরে। তখন অনুতাপ করা ছাড়া উপায় থাকে না। এজন্য বলা হয় "নিজের এলাকার টেংরা, পুঁটিও দূরের এলাকার রুই কাতলার চেয়ে ভাল।"